DEC. 1 2 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১০১ কলাম ২

65

পাবনা পলিটেকনিকে ভর্তি : ছাত্রলীগ ছাত্রদলের যৌথ ব্যবসা

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রভর্তি ব্যবসা জমজমাট। ১৫৭ জন ছাত্রের কাছ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে তাদের ভর্তি করা হয়েছে। আরও ৬৩ জন ছাত্র ভর্তির অপেক্ষায় দরকষাকষি করছে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কলেজের একশ্রেণীর শিক্ষকের সহায়তায় যৌথভাবে এ ব্যবসা চালাচ্ছে বলে মেধাবী ছাত্ররা অভিযোগ করেছে।

মেধাবী ও সাধারণ ছাত্ররা এক অভিযোগে জানায়, ২০০১-২০০৩ সেশনে পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সিভিল বিভাগে ৮৮টি আসন, পাওয়ার বিভাগে ৪৪টি আসন এবং মেকানিক্যাল বিভাগের ৪৪টি আসনসহ গত বছরের শূন্য ৪৪টি পদে ভর্তির জন্য কয়েক সহস্র ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দেয়। এদের মধ্যে পরীক্ষায় নম্বর ও মেধানুযায়ী একটি ভর্তি তালিকা করা হয়। কিন্তু কতিপয় রাজনৈতিক নেতার চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ সে তালিকা পাল্টে নেতাদের দেয়া তালিকা অনুযায়ী মেধাহীন ও ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণবহির্ভূত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করছে এবং প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ৭ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। এভাবে প্রায় ১৫ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ বিশ্বনাথ মজুমদার টাকা নিয়ে ছাত্রনেতাদের ভর্তির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে যুগান্তরকে বলেন, 'আমি বিষয়টি কারিগরি অধিদফতরের ডিজিকে জানানোর জন্য ঢাকা যাচ্ছি। আপাতত ভর্তি বন্ধ থাকবে। কারিগরি মহাপরিচালক যেভাবে ছাত্র ভর্তি করার নির্দেশ দেবেন আমি সেভাবে ছাত্র ভর্তি করব। রাজনৈতিক দলের নেতা ও ছাত্রনেতারা টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তির ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন।

শিক্ষকদের মিছিল

পাবনা কলেজে হামলা ও কলেজের অধ্যক্ষ মাহাতাব উদ্দিন বিশ্বাসসহ তিন শিক্ষককে মারধর ও অফিস অফিসকক্ষের দারজা, জানালা ও আসবাবপত্র ভাংচুরকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে গতকাল রোববার শিক্ষক সমিতি, ফেডারেশন, পাবনা জেলা শাখা পাবনা শহরে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করে।